রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, জানুয়ারি ১, ২০২০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৫ পৌষ ১৪২৬/৩০ ডিসেম্বর ২০১৯

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.১৯.৪১০—বিশিষ্ট সমাজকর্মী ও বেসরকারি সংস্থা বাংলাদেশ রুরাল অ্যাডভান্সমেন্ট কমিটি (ব্র্যাক)-এর প্রতিষ্ঠাতা ও ইমেরিটাস চেয়ার স্যার ফজলে হাসান আবেদ গত ২০ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর।

২। স্যার ফজলে হাসান আবেদের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দু:খ প্রকাশ করে এবং তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ৮ পৌষ ১৪২৬/২৩ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য : টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

ঢাকা : ৮ পৌষ ১৪২৬ / ২৩ ডিসেম্বর ২০১৯

বিশিষ্ট সমাজকর্মী ও বেসরকারি সংস্থা বাংলাদেশ রুরাল অ্যাডভান্সমেন্ট কমিটি (ব্র্যাক)-এর প্রতিষ্ঠাতা ও ইমেরিটাস চেয়ার স্যার ফজলে হাসান আবেদ গত ২০ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর।

জনাব ফজলে হাসান আবেদ ১৯৩৬ সালে সিলেটের হবিগঞ্জ জেলায় এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি লন্ডনে হিসাববিজ্ঞান বিষয়ে পড়ালেখা করেন। তিনি ১৯৬২ সালে কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিংয়ে প্রফেশনাল ডিগ্রি অর্জন করেন। এছাড়া তিনি কানাডার কুইনস ইউনিভার্সিটি থেকে ডক্টর অব ল' এবং যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টার ইউনিভার্সিটি থেকে ডক্টর অব এডুকেশন ডিগ্রি লাভ করেন।

জনাব ফজলে হাসান আবেদ তদানীন্তন পাকিস্তান শেল অয়েল কোম্পানির হেড অব ফাইন্যান্স পদে চাকুরির মধ্য দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। উক্ত কোম্পানিতে কর্মরত থাকাকালে ১৯৭০ সালে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় এক প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে। এ-সময় তিনি তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে 'হেলপ' নামের একটি সংগঠন গড়ে তুলে ঘূর্ণিঝড়-উপদ্রুত মনপুরা দ্বীপের অধিবাসীদের পাশে দাঁড়ান। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ শুরু হলে জনাব ফজলে হাসান আবেদ চাকরি ছেড়ে যুক্তরাজ্যে চলে যান এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সমর্থন আদায়, তহবিল সংগ্রহ ও জনমত গঠনে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন।

বাংলাদেশ মুক্ত হওয়ার পরে স্যার ফজলে হাসান আবেদ দেশে ফিরে আসেন এবং যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশে ভারত-প্রত্যাগত শরণার্থীদের জরুরি ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এই লক্ষ্যে তিনি ব্র্যাক প্রতিষ্ঠা করে সুনামগঞ্জের প্রত্যন্ত অঞ্চল শাল্লা এলাকায় ফিরে আসা শরণার্থীদের নিয়ে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু করেন। গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষের জীবনমান উন্নয়নে নানা দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচি গ্রহণ করে তাঁর দীর্ঘ অভিযাত্রার সূচনা ঘটে। দরিদ্র মানুষ যাতে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে নিজেরাই নিজেদের ভাগ্যনিয়ন্তা হয়ে উঠতে পারে, সেই লক্ষ্যে তিনি তাঁর কর্মসূচি পরিচালনা করেন। চার দশকের মধ্যে তিনি তাঁর সুদক্ষ ও দূরদর্শী নেতৃত্বের মাধ্যমে কর্মকাণ্ডের ব্যাপক বিস্তার ঘটিয়ে ব্র্যাক-কে বিশ্বের সর্ববৃহৎ বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থায় পরিণত করেন। বর্তমানে বিশ্বের ১২টি দেশে ব্র্যাকের লক্ষাধিক কর্মী প্রায় তেরো কোটি মানুষের জীবনমান উন্নয়নে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

স্যার ফজলে হাসান আবেদের দূরদৃষ্টি, অদম্য সাহস এবং উদ্যোগী প্রয়াস ব্র্যাকের ক্রম অগ্রযাত্রা, নব নব নিরীক্ষা ও সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে প্রধান নিয়ামক হিসাবে কাজ করে গেছে। তাঁর সততা, বিনয় ও মানবিকতা ব্র্যাকের প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার ভিত্তি রচনা করেছে। মাইক্রো ফাইন্যান্স, সামাজিক ব্যবসা, বিশ্ববিদ্যালয়, ব্যাংক এবং সুবিধাবঞ্চিত মানুষের উন্নয়নের লক্ষ্যে বহুমাত্রিক বিনিয়োগ সমন্বয়ে ব্র্যাক আজ বিশ্বের বুকে একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান।

স্যার ফজলে হাসান আবেদ জনকল্যাণে তাঁর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ দেশে-বিদেশে বহু পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন। তিনি সামাজিক নেতৃত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৮০ সালে র‍্যামন ম্যাগসেসে পুরস্কারে ভূষিত হন। দারিদ্র্যবিমোচন ও দরিদ্র মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য তিনি 'সুইডেনের ওলফ পাম পুরস্কার ২০০১'; 'গেটস ফাউন্ডেশনের বিশ্ব স্বাস্থ্য পুরস্কার, ২০০৪'; 'প্রথম ক্লিনটন গ্লোবাল সিটিজেন পুরস্কার, ২০০৭'; 'পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন আজীবন সম্মাননা পুরস্কার, ২০০৭'; 'বিশ্ব খাদ্য পুরস্কার, ২০১৫'-তে ভূষিত হন। এছাড়া, সমাজসেবায় অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁর প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান ব্র্যাক-কে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান 'স্বাধীনতা পুরস্কার ২০০৭'-এ ভূষিত করা হয়। ২০১০ সালে জনাব ফজলে হাসান আবেদ ব্রিটেনের রানী প্রদত্ত নাইটহুড মর্যাদা লাভ করেন। এছাড়া তিনি ২০১৯ সালে নেদারল্যান্ডের রাজা কর্তৃক নাইটহুড উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি ২০১৯ সালে শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলাদেশে অনন্য অবদানের জন্য ইয়াইদান পুরস্কার ও স্বর্ণপদক লাভ করেন।

স্যার ফজলে হাসান আবেদ ছিলেন অসাধারণ দায়িত্ববোধ, গভীর সহমর্মিতার জীবন-দর্শন সম্পন্ন ও নিরলস শ্রমের এক অবিস্মরণীয় ও অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন সহজ সরল জীবন-যাপনে অভ্যস্ত, সদালাপী, মুক্তচিন্তায় বিশ্বাসী, পরমতসহিষ্ণু ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার অধিকারী।

বিশিষ্ট সমাজকর্মী, সংগঠক এবং আলোকিত ব্যক্তিত্ব স্যার ফজলে হাসান আবেদের মৃত্যুতে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও মানবিক কল্যাণের ক্ষেত্রে অপরিমেয় শূন্যতার সৃষ্টি হল।

মন্ত্রিসভা বিশিষ্ট সমাজকর্মী ও বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাক-এর প্রতিষ্ঠাতা ও ইমেরিটাস চেয়ার স্যার ফজলে হাসান আবেদের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করছে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছে।

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd